আত্মঘাতী বোমা

নিজের ফাঁদে বন্দী পশ্চিম

jÛb| wgki| †jevbb| BivK| AvZ¥NvZx †evgv nvgjvKvixiv µgvMZ nvgjv Pwj‡q hv‡”Q| Uv‡MU cwðgv bvMwiK| †`vl Pvc‡Q gmjgvb‡`i Kv‡a| A_P we‡ki bvbv cv‡š gmjgvb wbab Pwj‡q cwðgviv wb‡R‡`i wec` †W‡K Avb‡Q...

wj‡L‡Qb **nvmvb gZvRv I জামান আরশাদ**

সিনাই পর্বতের চূড়ায় মুসা নবীকে খোদা দশটি বিধান দিয়েছিলেন। এর একটি 'হত্যা করো না'। একই খোদা প্রায় একই নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে : ব্যক্তি হত্যা পুরো মানবজাতিকে হত্যার শামিল। পৃথিবীজুড়ে আস্তিকদের মধ্যে বাইবেল এবং কুরআনের আনুসারীই সর্বাধিক। দুটো ধর্মেই মানব হত্যা নিষিদ্ধ। ধর্মের অনুসারীরা কি করছেন? তারা নিষিদ্ধকে সিদ্ধ করতে ব্যস্ত।

লন্ডনের সাবওয়ে। মিসরের অবকাশকেন্দ্র শারম আল শেখ। বৈরুত। বাগদাদ। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত একের পর এক বোমা হামলায় কেঁপে উঠছে। ছিন্নভিন্ন লাশে ভরে উঠছে মর্গ। আত্মঘাতী বোমা হামলার টার্গেট হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এ ক্ষেত্রে বোমা হামলাকারীরা মুসলমান। তাদের টার্গেট পশ্চিম।

আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনাগুলো মোটেও একপেশে নয়। বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাইবেল অনুসারী তথা পশ্চিমারা মুসলমান নিধনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভূমিকা রাখছে, এসব বোমা হামলা সেই ভূমিকারই প্রত্যুত্তর। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় এ পর্যন্ত ২৫ হাজার সাধারণ ইরাকি মারা পড়েছে। আহত হয়েছে লক্ষাধিক, যাদের অনেকেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না। আফগানিস্তানেও আহত-নিহতের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে অনেক আগেই। অন্যদিকে, প্যালেস্টাইনে প্রায় প্রতি দিনই একাধিক ফিলিস্তিনির লাশ পড়ছে। সামগ্রিকভাবে সবগুলো ঘটনা এক লাইনে সাজানো যায় এবং একে 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' আখ্যা দেয়া যায় সহজেই। এ যুদ্ধের শক্তিশালী আগ্রাসী পক্ষ পশ্চিম।

সময়-সুযোগ বুঝে মুসলমানরাও পাল্টা আঘাত করবে, যুদ্ধনীতিতে সেটাই স্বাভাবিক। বসরায় ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান যখন ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করে, তখন প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার নিশ্চয় ইরাকের সাধারণ মানুষ বিশেষত শিশুদের কথা ভাবেননি। যারা খেলনা ভেবে এসব বোমা হাতে তুলে নিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কাজেই লন্ডনের সাবওয়েতে বোমা হামলাকারী যুবক প্রাণোচ্ছল অফিসগামী কোনো সাধারণ ব্রিটেনবাসীর জীবন হরণের আগে দ্বিতীয়বার ভাববে, এমন আশা করাটা বোকামি। 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে যে যুদ্ধ বুশ-ব্লেয়ার পরিচালনা করছেন, সাম্প্রতিক বোমা হামলাগুলো সেই যুদ্ধের প্রতি-আক্রমণ। ইট মারার ফলশ্রুতিতে পাটকেল, যা বেদনাদায়ক কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

৭ জুলাই লন্ডনে বোমা হামলার পর শহরটির মেয়র লিভিংস্টোন উপলব্ধি করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে যে বিষ বপন করেছে, তারই ফলাফল সাম্প্রতিক হামলাগুলো। লিভিংস্টোনের উপলব্ধিতে খানিকটা ঘাটতি আছে। পশ্চিমা দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্য কিংবা অন্যান্য মুসলিম দেশে যেমন অনির্বাচিত, অগণতান্ত্রিক সরকারগুলোকে সমর্থন যুগিয়েছে, তেমনি বাইরের মুসলিম বিদ্বেষী শক্তিগুলোকে যুগিয়েছে মদদ। ফলে দেশে দেশে মুসলিম সমাজে, বিশেষত তরুণদের মাঝে তৈরি হয়েছে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব। নিজেদের জন্ম দেয়া বিষবাষ্পে পশ্চিমারা আজ মারা পড়ছে।

মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক হামলার পর দায়ী 'সন্ত্রাসী'দের খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সন্ত্রাসী কারা, কী তাদের পরিচয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলেননি। তবে 'আবদুল্লাহ আজ্জম ব্রিগেডস' নামে একটি সংগঠন এ হামলার দায় স্বীকার করে ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়েছে। নিজেদের

তারা আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন বলে দাবি করেছে। যদিও তাদের বিবৃতির সত্যতা যাচাই করা যায়নি। আর সংগঠনটির নামও আগে শোনা যায়নি।

এক মাসের মধ্যে তিনটি আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে। মুসলিম, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ নির্বিশেষে বিশ্ব নেতারা একবাক্যে এ হামলার নিন্দা জানিয়ে এর সঙ্গে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন। যথার্থ এ দাবি।

কিন্তু হামলাটা করেছে কে? যারা করছে তাদের উদ্দেশ্য কী? লন্ডনে প্রথম হামলার পর মুসলমানদের দিকে সন্দেহের তীর ছোঁড়া হয়। যেন হামলাটি তারাই করেছে। মসজিদে হামলা হয় কয়েক দফা। মুসলমানদের সম্পর্কে কটূক্তি করা হয়। A_P weWUk cwjk ewZKM¯' n‡q nZ¨v K‡i‡Q GKRb ewRwjqvb bvMwiK‡K gv_vq ¸wj K‡i| Ggb ¸wj Pj‡Z cv‡i †h †Kv‡bv gmjgvb‡K j¶¨ K‡i| †Kv‡bv cgvY QvovB|

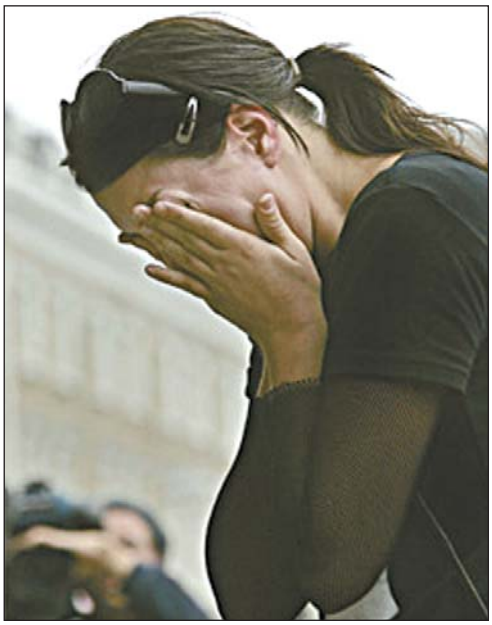

ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার (সিসিটিভি) সাহায্যে চার হামলাকারীকে শনাক্ত করে। এদের মধ্যে তিন জন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ তরুণ মুসলিম। অপরজন জ্যামাইকান মুসলিম। এদের প্রতিবেশী ও বন্ধুরা বলেছেন, তারা কোনো সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এমন মনে হয়নি। তারা ছিল উদার। একসঙ্গে খেলাধুলা করতো। সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা করতো। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বলেছে, তারাই হামলাকারী। হামলার দিন তারা একসঙ্গে কিংস ক্রস স্টেশনে আসে। তাদের পিঠে ব্যাগ ছিল। পরে আর তাদের পাওয়া যায়নি। তারা নিহত হয়েছে। ejv n‡"Q Zviv AvZ¥NvZx|

কিন্তু তারাই যে হামলা করেছে তা ব্রিটিশ গোয়েন্দা কিভাবে নিশ্চিত হলো, এখন পর্যন্ত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাদের ব্যাগ পরীক্ষা করা হয়েছে। খাতা বা ডায়েরিতে লেখা ছিল না যে তারা হামলা করতে যাচ্ছে। তারপরও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা নিশ্চিত!

ধরা যাক, ওই চারজনই হামলা করেছে। ধর্মীয় পরিচয়ে তারা মুসলিম। কিন্তু তারা আল-কায়েদা বা ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে জড়িত এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে- এ কথা ব্রিটিশ গোয়েন্দারাও বলেনি। তাহলে এ হামলা করে চার তরুণ কী অর্জন করতে চেয়েছে?

আবার ধরা যাক, তারা বিশ্বসন্ত্রাসী ছিল, আল-কায়েদা ছিল, লাদেনের ভাই ছিল! তাই যদি হয়ও, তবু এর দায়ভার মুসলমানদের ওপর পড়বে কেন? কেন ইউরোপের প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিমদের আতঙ্কে থাকতে হবে? কেন মুসলিমরা ঘর থেকে বের হতে পারছে না? অফিসে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে বসতে পারছে না? সব মুসলিম কি সন্ত্রাসী? কেন ইউরোপের মুসলিমদের হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? এ প্রশ্নগুলোরও জবাব নেই। বোমা হামলা হলেই এর দায়ভার মুসলিমদের ওপর গিয়ে পড়বে?

wgk‡ii AeKvk †K‡›`ª †evgv nvgjvi Uv‡MU wQ‡jv cwðgv chUKiv

jÛ‡b nvgjv ïa we‡Ub bq, wek‡KI Kwu`‡q‡Q

মজার ব্যাপার হলো, ৭ জুলাইয়ের হামলার দু সপ্তাহের মধ্যে আবার কিভাবে লন্ডনে হামলা হওয়া সম্ভব? নিরাপত্তা কর্মীরা কোথায়? তারা কী করছে? তারা কী করে? আবার এটাও ঠিক, কোনো মানুষ যদি ঠিক করে সে আত্মঘাতী হবে, তাহলে কোনো নিরাপত্তায় কাজ হয় না। যেমন শার্ম আল শেখে হামলাকারী এতো দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছিল, নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে বাধা দেওয়ার সুযোগই পায়নি।

লন্ডনের পর আবার মিসর। অবকাশকেন্দ্র আবার টার্গেট হলো। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে অবকাশকেন্দ্রে বোমা হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসীরা। সেখানে মারা গিয়েছিলো বেশির ভাগ অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক। অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থক। তাদের প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ যা বলেন, তাই শোনেন। তাই হামলা চালানো হয়েছিল? সমীকরণ এতটাই সরল? মিসরও আমেরিকার কথায় ওঠে, বসে। হোসনি মুবারক বুশের কথার বাইরে চলেন না। তাই মিসরে হামলা চালানো হয়েছে। বিষয়টা কী এ রকম? হলেও হতে পারে!

এই এক মাসে তিনটি স্থানে যারাই হামলা করেছে, তারা সন্ত্রাসী। তারা আত্মঘাতী। তারা বিপজ্জনক সাহসী। তাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। তারা চায় না অন্যরা শান্তিতে থাকুক। তাদের উদ্দেশ্য খুবই খারাপ। তারা ভয়ঙ্কর লোক। কিন্তু তারা কারা?

আমরা বলতে পারি, আমেরিকা অন্যায়ভাবে ইরাক দখল না করলে এ হামলাগুলো হতো না। আবু গারাইব কারাগারে বন্দিদের ওপর নির্মম নির্যাতন না চালালে এ হামলাগুলো হয়তো হতো না। গুয়ানতানামো বেতে ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের অবমাননা না করলে হয়তো এ হামলাগুলো হতো না। আফগানিস্তানে সাধারণ নাগরিকের ওপর জুলুম না করলে এ রকম হামলা হয়তো হতো না।

আমরা নিশ্চিত, এ রকম সন্ত্রাসী হামলা বিশ্বে আর হবে না, যদি মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান হয়। আর এ রকম হামলা হবে না, যদি ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলা বন্ধ হয়। আর এ রকম হামলা হবে না, যদি চেচনিয়ায় রুশ সৈন্যরা নির্যাতন বন্ধ করে।

আমরা বলছি, শক্তির ভারসাম্যের পার্থক্যের কারণেই এসব হামলা হচ্ছে। যারা আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে, তাদের যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে হামলা চালানোর শক্তি-সামর্থ্য থাকতো, তাহলে তারা নিশ্চয় আত্মঘাতী হতো না।